ইতিহাস এষণা ৪
ISBN: 978-81-953260-9-9

দ্বিশতবর্ষ পেরিয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ: পরম্পরাশ্রিত আধুনিক মনন

সৈকত চক্রবর্তী*

সারসংক্ষেপ: উনিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে বাংলা সংবাদপত্র-জগতের নেতৃস্থানীয় ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তাঁর সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' ছিল বাংলা ভাষার প্রধান সংবাদপত্র। বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অমলেশ ত্রিপাঠী যে ঐতিহ্যসম্মত আধুনিকতার কথা বলেছেন সেই যুক্তি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চরিত্রে আরও সুপ্রযুক্ত। সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও ইংরেজি শিখেছিলেন, টোল-চতুষ্পাঠীর বৃত্তে আবদ্ধ থাকেননি। বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করে প্রবলভাবে হাজির থেকেছেন সামাজিক-ধর্মীয়-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে। তাঁর জন্মস্থল হরিনাভিতে ইংরেজি স্কুল স্থাপনের দাবি উঠেছিল, কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা থাকবে না, এ তাঁর মনমতো ছিল না, তিনি অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুল গড়ে তুলেছিলেন।পরম্পরাশ্রিত ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল, আবার পরম্পরাকে সব সময় মেনেও নেননি। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি তাঁর ধাতে ছিল না। ব্রাহ্মদের ওপর দেশীয় সমাজের আক্রমণ তিনি মেনে নেননি। কেশবচন্দ্র সেনের মুখর সমালোচক ছিলেন, কিন্তু তার জন্য কেশবের অনুগামী ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর স্নেহবঞ্চিত হননি। রাজনৈতিক বিশ্বাসে তাঁর স্থান নরমপন্থীদের গোত্রে। তিনি রাজদ্রোহী ছিলেন না, কিন্তু বহু বিষয়ে ছিলেন সরকারি নীতি ও কাজকর্মের

* সহকারি অধ্যাপক, ডেবরা থানা শহীদ ক্ষুদিরাম স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

সমালোচক। 'সোমপ্রকাশে'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের পূর্ণাঙ্গ জীবনী আজও লেখা হয়নি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর মাতুলের স্মৃতিচারণ করেছেন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা নিয়ে লেখা শুরু করেছেন। 'সোমপ্রকাশ'-এর সামাজিক, রাজনৈতিক, বৌদ্ধিক প্রভাব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হয়েছে। দ্বারকানাথ-সৃষ্ট সাহিত্য নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর খুব বেশি কিছু লেখা হয়নি। দ্বারকানাথের জন্মস্থান রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলে আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দ্বারকানাথ ও তাঁর ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর ভূমিকা আঞ্চলিক ইতিহাস-গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কিন্তু স্থানীয় গৌরবগাহন ও সৌখিন ঐতিহাসিকের বিশ্লেষণহীনতার দোষমুক্ত তা নয়। জয়ন্ত চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বর্তমানে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের দুই খণ্ড রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে। এ সবের সতর্ক পাঠের মধ্যে দিয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা সম্ভব। বর্তমান লেখায় উপরি-উক্ত উপাদানগুলির সাহায্যে সেই জীবনালেখ্যর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

সূচক শব্দ: দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সংস্কৃত পণ্ডিত, নবজাগরণ, সোমপ্রকাশ।

১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'মেন আই হ্যাভ সিন' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী আক্ষেপ করেছেন, পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কথা বাঙালি শিক্ষিত সমাজ ভুলতে বসেছে।[১] অথচ এর মাত্র চল্লিশ বছর আগে বাংলা সংবাদপত্র-জগতের নেতৃস্থানীয় ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, তাঁর সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' ছিল বাংলা ভাষার প্রধান সংবাদপত্র। ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে বিপিনবিহারী গুপ্ত শুনিয়েছেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যর স্মৃতিচারণঃ"বাংলা সাহিত্য যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নিকট কতটা ঋণী তাহা বোধ হয় তোমরা ঠিক অনুভব করিতে পার না"।[২] বিশ শতকের গোড়াতেই যদি এতটা বিস্মরণ ঘটে থাকে তাহলে একুশ শতকে আর ক'জন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে মনে রাখবেন? তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ পেরিয়ে গেল, বহুল প্রচারিত বাংলা সংবাদপত্রগুলিতেবাংলা সাংবাদিকতার পথপ্রদর্শক অনুল্লেখিত থেকে গেলেন।

১৮১৯ সালের ২৩ এপ্রিল রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলে সুভাষগ্রামে (তখনকার চাঙড়িপোতায়) দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ পরিবারে দ্বারকানাথ চক্রবর্তীর জন্ম হয়।[৩] সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে ছাত্রবৃত্তি পেয়ে তিনি বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করেন।[৪]

আঠারো-উনিশ শতকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় আদিগঙ্গার লুপ্ত প্রবাহের তীরে অবস্থিত রাজপুর-হরিনাভি, জয়নগর-মজিলপুর প্রভৃতি জনপদে অনেক টোল-চতুষ্পাঠী ছিল। ১৮১৮ সালেও জয়নগর-মজিলপুরে ১৭ - ১৮টি টোল-চতুষ্পাঠী চলত।[৫] দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের যজন-যাজন ও অধ্যাপনাই ছিল জীবিকা, তাঁরা মোগল বা ইংরেজের অধীনে চাকরি করাকে নিচু চোখে দেখতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা হরানন্দ ভট্টাচার্য তাঁদের বংশে প্রথম সরকার-পোষিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।[৬] উনিশ শতকে পরম্পরাশ্রয়ী রক্ষণশীলতা দ্রুত ভেঙে পড়ছিল। নৈকট্যের কারণে রাজপুর-হরিনাভিতে উদারবাদী যুগচেতনা প্রবেশ করেছিল কলকাতার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। রামমোহন রায়ের প্রাথমিক শিষ্যদের অন্তত একজন ছিলেন রাজপুর-নিবাসী।[৭] এই অঞ্চলের অনেক পণ্ডিত কলকাতায় টোল খুলেছিলেন।[৮৯] দ্বারকানাথের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন তাঁদের একজন।[১০] দ্বারকানাথ তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। সংস্কৃত পণ্ডিত হরচন্দ্রের কলকাতার শিক্ষিত সমাজে সমাদর ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতনু লাহিড়ি তাঁর ছাত্র ছিলেন।[১১] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর অনুরোধে হরচন্দ্র 'প্রভাকর' সম্পাদনায় তাঁকে সহায়তা করতেন ।[১২] অর্থাৎ কলকাতা শহরকে ঘিরে উনিশ শতকে যে নতুন সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটছিল তা হরচন্দ্রের অভিজ্ঞতার অংশ এবং দ্বারকানাথের সঙ্গে তার প্রথম যোগসূত্র তাঁর পিতা স্বয়ং। ১৮৩২ সালে হরচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দেন।[১৩] তার আগে পিতা হরচন্দ্র ও গ্রামের চতুষ্পাঠীতে সর্বানন্দ সার্বভৌমের কাছে দ্বারকানাথ সংস্কৃত শিখেছিলেন।[১৪] সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর সহাধ্যায়ী।[১৫] ঈশ্বরচন্দ্র ও দ্বারকানাথের বন্ধুত্ব আজীবন অটুট ছিল। দু'জনের ভাবনা, উদ্যম ও মানসিক গঠনে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করে ১৮৪৪ সালে দ্বারকানাথ কিছুদিন ফোর্ট উইলিয়ামে ইংরেজ প্রশাসকবর্গের শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছিলেন।[১৬] পরে সংস্কৃত কলেজে প্রথমে তিরিশ টাকা বেতনে পুস্তকাধ্যক্ষ ও তারপর পঞ্চাশ টাকা বেতনে ব্যাকরণের শিক্ষক পদে যোগ দেন।[১৭] বিদ্যাসাগরের অবর্তমানে দ্বারকানাথ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্বও সামলেছিলেন কখনও কখনও।[১৮] আটাশ বছর

সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করে ১৮৭৩ সালে সাহিত্যশাস্ত্রাধ্যপকের পদ থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।[১৯]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃতর পাশাপাশি ইংরেজি ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন।অধ্যাপনাকালে হিন্দু স্কুলের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসুর কাছে ইংরেজি শিখতেন তিনি।[২০২১] রাজনারায়ণ বসু সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক থাকাকালে তাঁর কাছেও ইংরেজি শিখতেন দ্বারকানাথ।[২২]শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি ভালোমতো ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন।[২৩]

'সোমপ্রকাশ' দ্বারকানাথের প্রধান কীর্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী 'সোমপ্রকাশে'র অভ্যুদয়কে বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৪] সমকালীন একাধিক সাংবাদিক-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে বাংলা সাংবাদিকতার গুরুস্থানীয় বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫২৬] শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে 'সোমপ্রকাশে'র অভ্যুদয়ের সময়ে বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটা অনীহা ছিল, যার কারণ পূর্ববর্তী 'প্রভাকর' ও 'ভাস্কর' ও অপরাপর বাংলা সংবাদপত্রের অপযশ। পত্রিকাগুলিতে কোনও রাজনৈতিক বিষয় স্থান পেত না, সামাজিক বা ধর্মীয় বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে লেখা হত না, শুধু বিশিষ্ট লোকেদের নিন্দাবাদ ও কোনও সামাজিক কাণ্ডের রহস্য আলোচিত হত। ভাষায় পরিশীলন ছিল না। শিবনাথ শাস্ত্রীর ধারণা, ভদ্রসমাজে বাংলা সংবাদপত্রের এই অপযশ দূর করাই 'সোমপ্রকাশে'র জন্মের অন্যতম কারণ ছিল।[২৭]

১৮৫৮ সালের ১৫ই নভেম্বর দ্বারকানাথের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়।[২৮] এই পত্রিকা প্রকাশের পিছনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কিছু ভূমিকা ছিল। সারদাপ্রসাদ নামে একজন পণ্ডিত বন্ধুকে কাজ দেওয়ার জন্য তিনি 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশের প্রস্তাব করেছিলেন।[২৯] ১৮৫৬ সালে দ্বারকানাথের পিতা হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩০] স্থির হয়েছিল, দ্বারকানাথ হবেন প্রস্তাবিত সংবাদপত্রের সম্পাদক, তাঁদের ছাপাখানায় সংবাদপত্রটি মুদ্রিত হবে। বিদ্যাসাগর সহ আরও অনেক পণ্ডিতবন্ধু লিখবেন সেখানে।[৩১] শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "কার্যকালে সারদাপ্রসাদ আসিলেন না; অপরাপর লেখকগণও অদর্শন হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণরূপে দ্বারকানাথের উপরেই পড়িয়া গেল"।[৩২]

প্রত্যেক সোমবার 'সোমপ্রকাশ' বেরোত।[৩৩] ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকগুলিতে 'সোমপ্রকাশ'ই ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী বাংলা সংবাদপত্র।[৩৪] এই কাগজের বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ছিল দশ টাকা এবং তা অগ্রিম দিতে হত।[৩৫] সেযুগের হিসেবে দাম চড়া। টাকা আগে না দিলে কাউকে কাগজ দেওয়া হত না। তা সত্ত্বেও কাগজের গ্রাহক যে বহুসংখ্যক ছিল, সেটি 'সোমপ্রকাশে'র উন্নত মানের পরিচায়ক। অথচ 'সোমপ্রকাশে' অনেক সময়েই এমন অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে যা খুবই স্থানীয় বা গোষ্ঠীগত। যেমন দাক্ষিনাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাহসম্বন্ধ। দিনের পর দিন এর বিরুদ্ধে লিখে গেছেন দ্বারকানাথ। এই গোষ্ঠীগত বিষয়ে মনোযোগ 'সোমপ্রকাশে'র অনেক পাঠকের যে পছন্দ হয়নি তা শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন।[৩৬] তেমনই রাজপুর-সোনারপুরের বহু বিষয় নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' ব্যাপৃত ছিল, যা কলকাতার বৃহত্তর পাঠককুলের কাছে অনাকর্ষণীয়।[৩৭৩৮] তা সত্ত্বেও দ্বারকানাথ উক্ত বিষয়গুলির আলোচনা থেকে সরে আসেননি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "তিনি সোমপ্রকাশে যাহা লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না"।[৩৯] এই ব্যক্তিত্বই ছিল সোমপ্রকাশের প্রাণ। লোকে যখন সোমপ্রকাশ পড়ত তখন এই প্রাণের উত্তাপ অনুভব করতে পারত। দ্বারকানাথ পীড়িত হয়ে পড়ার পর এই কারণেই সম্ভবত 'সোমপ্রকাশে'র জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়, তাঁর মৃত্যুর পর এই কাগজ আর তেমন চলেনি।

কলকাতার চাঁপাতলা থেকে প্রথমে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হত।[৪০] ইস্ট বেঙ্গল স্টেট রেলওয়ের মাতলা সেকশন চালু হলে চাঙ্ড়িপোতার কাছে সোনারপুরে স্টেশন হয়। চাঁপাতলার বাস উঠিয়ে দ্বারকানাথ চাঙ্ড়িপোতা থেকেই সংস্কৃত কলেজে যাতায়াত করতে থাকেন। এই সময় ১৮৬২ সালে তিনি 'সোমপ্রকাশে'র মুদ্রাযন্ত্র চাঙ্ড়িপোতায় নিয়ে আসেন।[৪১৪২] পরে ১৮৭৪ সালে 'সোমপ্রকাশে'র ছাপাখানা শিবনাথ শাস্ত্রী ভবানীপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৪৩]

বাংলাভাষায় 'সোমপ্রকাশ' রাজনৈতিক সাংবাদিকতার জন্ম দিয়েছিল। সমকালীন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনাবলি – আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলন, পোল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, রাশিয়ায় জারবিরোধী নিহিলিস্ট আন্দোলন – এসব নিয়ে 'সোমপ্রকাশ' আগ্রহ দেখিয়েছে।[৪৪] বাংলা সংবাদপত্রে এই আন্তর্জাতিকতাবাদ সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে এক অভিনব দৃষ্টিকোণ। এর পিছনে ছিল হয়ত দ্বারকানাথের ইতিহাসমনস্কতা। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিহাস ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুলের প্রিয় বিষয় এবং তাঁর ইতিহাসজ্ঞান ছিল বহুবিস্তৃত ।[৪৫]তবে 'সোমপ্রকাশে'র সবচেয়ে বড় দান, দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের দ্বারা দেশের অগ্রগতি বিচারের প্রচেষ্টা। নিঃশুল্ক বাণিজ্যের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি যে দুর্বল হয়ে পড়ছে তা তিনি সোচ্চারে বলেছেন, জমিতে কৃষকের স্বত্বহীনতার সমালোচনা করেছেন।[৪৬] সামগ্রিকভাবে দেশের জাগরণের জন্য তিনি বারবার অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার কথা বলেছেন।[৪৭]পরবর্তীকালে জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী রাজনীতিকদের হাতে যে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের নির্মান হয়েছে দ্বারকানাথে শোনা গেছে তার পদধ্বনি। দেশে তুলোর চাষ ও রপ্তানিবৃদ্ধি লক্ষ করে সোমপ্রকাশ লিখেছে, তুলো ইংল্যান্ডে গিয়ে সুতো ও বস্ত্র হয়ে ফিরে আসছে, এদেশীয়রা তুলো উৎপাদনের প্রকৃত ফলভোগী হতে পারছে না।[৪৮] এই বক্তব্যই কি পরবর্তীকালে রমেশচন্দ্র দত্ত বা দাদাভাই নৌরজিদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়নি? দেশের অগ্রগতি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 'কৃতবিদ্য সম্প্রদায়' থেকেই হবে - এই বিশ্বাস তাঁর ছিল (সোমপ্রকাশ, ৪ বৈশাখ, ১২৭৯। ২১ সংখ্যা, 'উচ্চশিক্ষাদানের আবশ্যকতা')।[৪৯]ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয় ও সাতের দশকে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে অভিজাত শ্রেণীকে সরিয়ে যে নতুন মধ্যবিত্তের অভিষেক হচ্ছিল, 'সোমপ্রকাশ' ছিল এক অর্থে সেই যুগপরিবর্তনের হাতিয়ার।

মাতলা রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার ফলে চাঙ্ড়িপোতায় দ্বারকানাথের স্থায়ী বাস রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ হয়েছিল। এই অঞ্চলে দ্বারকানাথের উদ্যোগে ও 'সোমপ্রকাশে'র সাহায্যে অনেক সংস্কারসাধন সম্ভব হয়েছিল। দেশে ফিরে দ্বারকানাথ হরিনাভি গ্রামে একটি ইংরেজি-সংস্কৃত স্কুল স্থাপন করলেন।[৫০৫১] ১৮৬৬ সালে কলকাতা ইউনিভার্সিটির ক্যালেণ্ডারে 'হরিনাভি স্কুল' বলে স্কুলটি উল্লিখিত হয়েছে, পরের বছর

স্কুলের নাম হয় 'হরিনাভি এ এস স্কুল' বা অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল।[৫২] স্কুলের শতবার্ষিকীর সময়ে স্কুলের নামের সঙ্গে তার বিদগ্ধ প্রতিষ্ঠাতার নামটিও জুড়ে দেওয়া হয়। নতুন নাম হয় 'হরিনাভি দ্বারকানাথ অ্যাংলো সংস্কৃত হাইস্কুল'।[৫৩] তবে উনিশ শতকেও রাজপুর-হরিনাভিতে লোকমুখে 'বিদ্যাভূষণের স্কুল' নামেই এর পরিচিতি ছিল।[৫৪] স্কুলটি প্রথমে একটি বাংলা স্কুল ছিল। বিদ্যাভূষণ সংস্কার করে স্কুলটিকে ইংরেজি-সংস্কৃত এন্ট্রান্স স্কুলে পরিণত করেন।[৫৫] প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুকালের মধ্যেই স্কুলটি সরকারি অনুদান পেতে শুরু করেছিল, কিন্তু স্কুলের শিক্ষকদের বেতনসহ নানাবিধ খরচ-খরচা ছাত্রদের প্রদত্ত ফি এবং সরকারি অনুদান থেকে মিটত না। দ্বারকানাথ প্রত্যেক মাসেই স্কুলকে অর্থসাহায্য করতেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্য অনুযায়ী তা কোনও কোনও মাসে ষাট-সত্তর টাকা পর্যন্ত হত।[৫৬] বিদ্যাভূষণের তখনকার বেতন ছিল একশো পঞ্চাশ টাকা।[৫৭] তা থেকে এই ব্যয় মেটানো প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু 'সোমপ্রকাশ' বিক্রির লাভ থেকে বিদ্যাভূষণ সাহায্য পেতেন।[৫৮] তাছাড়া সুন্দরবনে তাঁদের তালুক ছিল।[৫৯] তবে মধ্যবিত্ত ব্যক্তির পক্ষে একটি স্কুলের জন্য মাসিক ষাট-সত্তর টাকা খরচ করা তখনকার দিনে সহজ ছিল না। সারা জীবন দ্বারকানাথ এই স্কুলের ব্যয়ভার বহন করে গেছেন। দেড়শো বছর পেরোনো 'বিদ্যাভূষণের স্কুল' রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অন্যতম স্রষ্টা ও লালনকারী।

দ্বারকানাথ ও তাঁর ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উদ্যোগে 'সোমপ্রকাশে'র সহায়তায় রাজপুরে ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়, রাজপুরে একটি সরকারি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি খোলা হয় এবং চাঙড়িপোতায় স্টেশন (বর্তমান সুভাষগ্রাম স্টেশন) স্থাপিত হয়।[৬০] রাজপুরে ডাকঘর ও চাঙড়িপোতায় স্টেশন স্থাপনের পশ্চাতে দ্বারকানাথের প্রধান ভূমিকা ছিল।[৬১] তেমনই রাজপুরে মিউনিসিপ্যালিটি গঠন ও সরকারি চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারি খোলার ক্ষেত্রে শিবনাথ নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই সময় দ্বারকানাথ পীড়িত হয়ে কাশীবাসী ছিলেন; 'সোমপ্রকাশ', হরিনাভি স্কুল ও তাঁর পরিবার ও সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে গিয়েছিলেন প্রিয় ভাগিনেয়কে।[৬২] প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'সোমপ্রকাশে'র মাধ্যমে এই অঞ্চলের দাবি-দাওয়া তুলে ধরা হয়েছিল। 'সোমপ্রকাশ' যে

উনিশ শতকের ছয় ও সাতের দশকে সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন।[৬৩] ১৮৭৮ সালে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু হলে দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ' বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর দ্বারকানাথকে নিজ বাসভবনে ডেকে 'সোমপ্রকাশ' চালু রাখার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[৬৪] এ থেকে বোঝা যায়, সরকারি স্তরে 'সোমপ্রকাশে'র কতটা গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সেই প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে 'সোমপ্রকাশ' যুক্তিনিষ্ঠ দাবি-দাওয়া পেশ করে রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলে বিরাট সংস্কারসাধনে সহায়ক হয়েছিল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নতুন ধরণের স্কুল প্রতিষ্ঠা, মিউনিসিপ্যালিটি গড়ে তোলা,রেলস্টেশন স্থাপন, মুদ্রণসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়, ব্রাহ্মধর্মের অনুপ্রবেশ ইত্যাদিকে রাজপুর-সোনারপুর অঞ্চলের নগরায়ণ ও নাগরিক সংস্কৃতির উত্থানের ধারাতেও দেখা যেতে পারে।[৬৫]

পশ্চাদ্পর সামাজিক প্রথা বন্ধ করার ক্ষেত্রেও দ্বারকানাথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই বিবাহ সম্বন্ধ বন্ধ করার যে কুলপ্রথা দাক্ষিনাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল দ্বারকানাথ তা বন্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।[৬৬] 'সোমপ্রকাশে' এ নিয়ে তিনি দিনের পর দিন লিখেছেন, বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সঙ্গে তর্কে নেমেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, এ বিষয়ে দ্বারকানাথের সাফল্য ছিল আংশিক।[৬৭]'সম্বন্ধ-নির্ণয়' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে লালমোহন বিদ্যানিধি জানিয়েছেন, কুলীন দাক্ষিণাত্য বৈদিকদের মধ্যে গর্ভাবস্থায় সম্বন্ধ অনেক হ্রাস পেয়েছে (বঙ্গাব্দ ১৩১৫)।[৬৮] দ্বারকানাথের প্রচেষ্টা বৃথা যায়নি।

দ্বারকানাথ 'সোমপ্রকাশ' ছাড়াও 'কল্পদ্রুম' নামে একটি মাসিক সাহিত্যপত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন।[৬৯] 'কল্পদ্রুমে' তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'দেবগণের মর্তে আগমন'।[৭০] একাধিক সুলিখিত গ্রন্থের লেখক তিনি। তার মধ্যে 'রোমরাজ্যের ইতিহাস' ও 'গ্রীসদেশের ইতিহাস' বাংলায় লেখা এই দুই দেশের প্রথম ইতিহাস-গ্রন্থ।[৭১] ১৮৫৭ সালে বইদু'টি প্রকাশ পায়।[৭২] [৭৩] লিয়োনার্ড স্মিটজ লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস অনুসরণ করে বইদুটি লেখা।[৭৪] [৭৫] শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিহাস বিষয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ মাতুলের প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল ।[৭৬] তাছাড়াও তিনি 'নীতিসার', 'উপদেশমালা', 'সুবুদ্ধিব্যবহার' প্রভৃতি নীতি-উপদেশ-মূলক গ্রন্থ রচনা করেন।[৭৭] [৭৮] কাশীতে থাকাকালে

সেখানকার অবস্থা বর্ণনা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেছিলেন। সেগুলি একত্রে 'বিশ্বেশ্বর বিলাপ' নামে একখানি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।[৭৯] তাছাড়াও তিনিএকটি বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন।[৮০]তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অনূদিত, ভাষ্যকৃত ও সম্পাদিত সটীক 'সাংখ্যদর্শন' প্রকাশিত হয়।[৮১]তিনি মনুসংহিতাও অনুবাদ করেছিলেন।[৮২]লিখেছিলেন একাধিক উপন্যাস, প্রহসন। 'সোমপ্রকাশ' ও 'কল্পদ্রুমে' তিনি ঋজু সচল বাংলাভাষা নির্মানে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর 'সোমপ্রকাশে' লেখা হয়েছিল, "পূর্বের সাহেবি বাংলা, মৈথিলি বাংলা এবং অনুস্বার বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃত বাংলা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সোমপ্রকাশই আধুনিক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সংস্কার করিয়াছেন। বিদ্যাভূষণ ও তাঁহার পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর যদি জন্মগ্রহণ না করিতেন, বঙ্গভাষার বর্তমান উন্নতি আরও একশত বছর দূরে গিয়া পড়িত"।[৮৩]বিদ্যাসাগরের করিবেক, যাইবেক তাঁর গদ্যে বর্জিত হয়েছিল, করতঃ ইত্যাদি সংস্কৃত অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ তাঁর গদ্যে নেই। ভাষা প্রায়শ এত প্রাঞ্জল ও আধুনিক যে সাধু ক্রিয়াপদও সর্বনামপদগুলিকে চলিত করে দিলে তা এখনকার প্রবন্ধের ভাষা বলে মনে হবে। নমুনা –

ইউরোপ ভূখণ্ডে যেমন সচরাচররাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া সাধারণতন্ত্র অভিজাততন্ত্র প্রাকৃততন্ত্র প্রভৃতি নতুন বিধ শাসন প্রণালীর সৃষ্টি হইয়াছে, ভারতবর্ষে সে প্রকার রাষ্ট্রবিপ্লব সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। ভারতে ইউরোপের বিপরীত ঘটনার কারণ এই, রাজায় প্রজায় বিরোধ না হইলে আর সাধারণ তন্ত্রাদির সৃষ্টি সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু ভারতে সে বিরোধ ঘটনার সম্ভাবনা অল্প। অল্প কেন নাই বলিলে হয়।('ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লব' থেকে)[৮৪]

আর একটি নমুনা –

ইউরোপখণ্ডের অন্য অন্য প্রদেশের লোকেরা ইংলণ্ডের শিল্পীদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, ইহার কারণ কি? ১৮৬৭ অব্দে তাহার অনুসন্ধান হয়। তাহাতে প্রকাশ পাইল, ফ্রান্স প্রভৃতির অতি সামান্য বিদ্যালয়েও বিজ্ঞানের সমধিক চর্চ্চা আছে। ভারতবর্ষে প্রকৃত বিজ্ঞানের অনুশীলন নাই বলিলে হয়। রুড়কি কালেজ ও মেডিকেল কালেজ সমূহে যে কিছু আছে এই মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ কৃতবিদ্য ছাত্রকে একটী পুষ্প প্রদর্শন

করিয়া তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে ঊর্দ্ধনয়ন হইয়া থাকেন। আসিয়াটিক সোসাইটি বিজ্ঞানের এই শোচনীয় দশা দর্শন করিয়া প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে যাহাতে বিজ্ঞানের সমধিক চর্চা হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। ('বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে)[৮৫]

আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "তাঁহার সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে গৌরবশ্রী দান করিয়াছিল। সুন্দর সরল বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, পলিটিক্স আলোচিত হইতে লাগিল। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রকার ভাব প্রকাশ করিবার এরূপ ক্ষমতা আছে, ইহা পূর্বে লোক ভালো করিয়া ধারণা করিতে পারে নাই"।[৮৬]

১৮৭০-এর দশকের শুরুতেই দ্বারকানাথ পীড়িত হয়ে পড়েন। পীড়া ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণেই সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন।[৮৭] ১৮৮০-র দশকে আরও পীড়িত হয়ে পড়েন। বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি।[৮৮] জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য রেওয়া রাজ্যের সাতনায় শেষ একবছর ছিলেন।[৮৯] সেখানেও ওই এক বছরের মধ্যে একটি স্কুলের সংস্কার করেন, একটি নাইট স্কুল স্থাপন করেন, শবদাহস্থান নির্মানে সচেষ্ট হন।[৯০] ১৮৮৬ সালের আগস্ট মাসে সাতনাতেই দ্বারকানাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন[৯১]

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন সহনশীল মানুষ। ভাগিনেয় শিবনাথ শাস্ত্রীর উপবীত ত্যাগ তাঁর অপছন্দ ছিল, কিন্তু সেই শিবনাথের ওপরেই তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন। তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন না, তবে আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল; কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের মুখর সমালোচক ছিলেন।[৯২] তার জন্য কেশবের অনুগামী শিবনাথ তাঁর স্নেহবঞ্চিত হননি, স্থানীয় হিন্দুদের দৌরাত্ম্যে ব্রাহ্ম উমেশ চন্দ্র দত্তর হরিনাভি স্কুল-ত্যাগের সময় তিনি উমেশচন্দ্রর ভূয়সী প্রশংসা করে শংসাপত্র দিয়েছিলেন[৯৩], চার বছর পরে আবার তাঁর স্কুলে হেড মাস্টার হয়ে ফিরে এসেছিলেন উমেশচন্দ্র।[৯৪]ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করা তাঁর ধাতে ছিল না।[৯৫] রাজনৈতিক বিশ্বাসে তাঁর স্থান হবে নরমপন্থীদের গোত্রে। তিনি রাজদ্রোহী ছিলেন না, কিন্তু বহু বিষয়ে তিন ছিলেন সরকারি নীতি ও কাজকর্মের সমালোচক। বিদ্যাসাগরের ঐতিহাসিক ভূমিকা

বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'বিদ্যাসাগর এ ট্রাডিশনাল মডার্নাইজার' গ্রন্থে অমলেশ ত্রিপাঠী ঐতিহ্যসম্মত আধুনিকতার কথা বলেছেন। এই ধাঁচে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের চরিত্র আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। দ্বারকানাথ অনেক বেশি পরম্পরাশ্রয়ী ছিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বেড়েছিল।[৯৬]তবে সবসময় পরম্পরাকে মেনেও নেননি। সংস্কৃত পণ্ডিত হয়েও ইংরেজি শিখেছিলেন। টোল-চতুষ্পাঠীর বৃত্তে আবদ্ধ থকেননি। বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ করে প্রবলভাবে হাজির থেকেছেন সামাজিক-ধর্মীয়-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে। হরিনাভিতে ইংরেজি স্কুল স্থাপনের দাবি উঠেছিল, কিন্তু ইঙ্গ-বঙ্গ স্কুলে সংস্কৃত শিক্ষা থাকবে না, এ তাঁর মনমতো ছিল না।তিনি অ্যাংলো-সংস্কৃত স্কুল গড়ে তুললেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও লেখা হয়নি।কল্পদ্রুমে তাঁর সাহিত্যকৃতিও উপেক্ষিত থেকে গেছে। তাঁর জীবন ও কর্মকাণ্ডের বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ঔপনিবেশিক শাসনে পরম্পরাশ্রিত সংস্কৃত পণ্ডিতদের পরিবর্তমান জগত। শিক্ষায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যবাদের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ধ্রুপদী ভাষা ও পরম্পরাশ্রিত বিদ্যাচর্চা পিছিয়ে পড়েছিল। কলকাতার কাছে ভাগীরথীর লুপ্ত প্রবাহের তীরে গড়ে ওঠা সংস্কৃত বিদ্যাসমাজ রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল ঔপনিবেশিক শাসন ও তার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা বিস্তারের কারণে। উনিশ শতকের প্রথম পাদে রাজপুর-হরিনাভি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনেক পণ্ডিত কলকাতায় গিয়ে টোল খুলেছিলেন। নদীয়ার পরিবর্তে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়েছিলেন সেখানকার পণ্ডিতেরা। সংস্কৃত কলেজের প্রথম পঁয়ত্রিশ বছরে এই অঞ্চল থেকে পাঁচজন অধ্যাপক পেয়েছিল সংস্কৃত কলেজ– ভরতচন্দ্র শিরোমণি[৯৭], দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন[৯৮], প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর[৯৯] ও রামনারায়ণ তর্করত্ন।[১০০] দ্বারকানাথ হরিনাভি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে ঔপনিবেশিক ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে পূর্বতন সংস্কৃত শিক্ষার ধারাও বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। স্বদেশীয় হিন্দু রীতি শাস্ত্র ইত্যাদিতে অজ্ঞ বা তাচ্ছিল্যকারী ইংরেজিশিক্ষিত যুবকদের তিনি পছন্দ করতেন না।[১০১] সম্ভবত তাই অ্যাংলো ভার্নাকুলার স্কুলের পরিবর্তে অ্যাংলো সংস্কৃত স্কুল হল। টোল থেকে স্কুল – এই পরিবর্তন রাজপুর-হরিনাভি অঞ্চলের জনজীবনের

পরিবর্তনের সূত্র ধরেই এসেছিল। প্রাক-ঔপবেশিক সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার এই গ্রামগুলি আধুনিক পৌর শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভূত হচ্ছিল। সংস্কৃত বিদ্যাসমাজের এই পরিবর্তনের ফসল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। ঔপনিবেশিক শাসন-প্রসূত অনিবার্য পরিবর্তন সত্ত্বেও সম্ভবত তিনি প্রাচীন শাস্ত্রকার ব্রাহ্মণের নৈতিকতাবাদী ভূমিকায় নিজেকে দেখেছিলেন। 'সোমপ্রকাশ'ও ছিল রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতির নৈতিক সমালোচক। উদারবাদী প্রভাব সত্ত্বেও 'সোমপ্রকাশ' তার হিন্দুধর্মীয় পরিচিতি রক্ষা করে চলেছিল।[১০২] পরম্পরাশ্রয়ী রক্ষণশীলতা ও ঔপনিবেশিক উদারবাদের দ্বন্দ্বে-সংমিশ্রণে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যুগন্ধর ব্যক্তিত্ব।

সূত্রনির্দেশ

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, ১ম মডার্ণ রিভিউ অফিস সং, কলকাতা, ১৯১৯, পৃ. ৩৩।

২। বিপিনবিহারী গুপ্ত, পুরাতন প্রসঙ্গ, স. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম পুস্তক বিপণি সং, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২৯।

৩। জয়ন্ত চক্রবর্তী, ভূমিকা, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রচনাসম্ভার, স. জয়ন্ত চক্রবর্তী, ২য় সঞ্চয়ন প্রকাশনী সং, কলকাতা, ২০১৮

৪। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা-১১ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮৩, পৃ. ৬।

৫। ডব্লিউ ওয়ার্ড, এ ভিউ অফ দ্য হিস্ট্রি, লিটারেচার অ্যাণ্ড মিথোলজি অফ দ্য হিন্দুজ, ১ম খণ্ড, ২য় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস সং, শ্রীরামপুর, ১৮১৮, পৃ. ৫৯৩-৫৯৪ ।

৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিক সং, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ৪ ।

৭। রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, তৃতীয় ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি সং, কলকাতা, ১৯৫২, পৃ. ১৬

৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম খণ্ড, ১ম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-মন্দির সং, কলকাতা, বাংলা সন ১৩৩৯, পৃ. ১৭।

৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, ১ম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-মন্দির সং, কলকাতা, বাংলা সন ১৩৪০, পৃ. ৬৫ ।

১০। শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮ ।

১১। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, স. বারিদবরণ ঘোষ, ২য় সংশোধিত নিউ এজ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৮৯।

১২। তদেব, পৃ. ১৮৯।

১৩। তদেব, পৃ. ১৮৯।

১৪। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সোমপ্রকাশ, ৩০ আগস্ট, ১৮৮৬, পুনর্মুদ্রণ, হরিনাভি স্কুল : ইতিহাসে স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর, স. মির্জা রফিউদ্দিন বেগ, রাজকুমার চক্রবর্তী, সৌমিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম অনুষ্টুপ সং, ২০১৮, পৃ. ১২০।

১৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

১৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা-১১ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তারাশঙ্কর তর্করত্ন, ষষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮৩, পৃ. ৭।

১৭। তদেব, পৃ. ৭-৮।

১৮। তদেব, পৃ. ৯।

১৯। তদেব, পৃ. ৯।

২০। বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

২১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

২২। রাজনারায়ণ বসু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২, বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯।

২৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

২৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

২৫। নন্দিনী সেন, দেশের জাগরণ : 'সোমপ্রকাশ'-এর চোখে, ঊনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ তর্ক ও বিতর্ক, স. নরহরি কবিরাজ, ৩য় কেপি বাগচী সং, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৬৪।

২৬। জীবন মুখোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও সোমপ্রকাশ, হরিনাভি স্কুল : ইতিহাসে স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০।

২৭। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৬৭।

২৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

২৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭।

৩০। তদেব, পৃ. ১৬৭।

৩১। তদেব, পৃ. ১৬৭।

৩২। তদেব, পৃ. ১৬৭।

৩৩। সোমপ্রকাশের প্রতি সংখ্যার শেষে লেখা, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র৪র্থ খণ্ড, স. বিনয় ঘোষ, ১ম পাঠভবন সং, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ উৎসর্গপত্রের পিছনের পাতা (সংখ্যাহীন)।

৩৪। নন্দিনী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮।

৩৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

৩৭। পুরনো সোমপ্রকাশের পাতা থেকে, হরিনাভি স্কুল : ইতিহাসে স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৪৫।

৩৮। জীবন মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৩৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

৪০। তদেব, পৃ. ১৯১।

৪১। শিবনাথ শাস্ত্রী, তদেব, পৃ. ১৯১।

৪২।ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, প্রাগুক্ত, পৃ.১৪।

৪৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৪৪। নন্দিনী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫।

৪৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৪৬। নন্দিনী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০।

৪৭। তদেব, পৃ. ৭৮-৮২।

৪৮। 'ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃত পথ কি?, সোমপ্রকাশ, ২ মার্চ, ১৮৬৩, নন্দিনী সেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৪৯। সোমপ্রকাশ, ৪ বৈশাখ, বঙ্গাব্দ ১২৭৯, ২১ সংখ্যা, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, স. বিনয় ঘোষ, ১ম পাঠভবন সং, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৫৫৩-৫৫৬।

৫০। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৬৬।

৫১। নিমাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য, স্কুলের ইতিবৃত্ত, হরিনাভি স্কুল ইতিহাসে ও স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৫২। নিমাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৫৩। তদেব, পৃ. ২২।

৫৪। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৫৫। নিমাইচাঁদ ভট্টাচার্য্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২। 'পুরনো সোমপ্রকাশের পাতা থেকে, হরিনাভি স্কুল ইতিহাসে ও স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২।

৫৬ শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৫৭। তদেব, পৃ. ৪১।

৫৮। তদেব, পৃ. ৪১।

৫৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

৬০। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২-১২৩।

৬১। তদেব, পৃ. ১২৩।

৬২। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭ ও ১৪৯।

৬৩। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

৬৪। তদেব, পৃ. ১৯২।

৬৫। ভাস্কর চক্রবর্তী, হরিনাভি স্কুল ও উনিশ শতকের স্থানীয় সমাজ, হরিনাভি স্কুল ইতিহাসে ও স্মৃতিকথায় দেড়শো বছর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭-৪৮।

৬৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৬৭। তদেব, পৃ. ৪৫।

৬৮। লালমোহন বিদ্যানিধি, সম্বন্ধ নির্ণয়, তৃতীয় সং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ১৩১৫, পৃ. ৩৮।

৬৯। জয়ন্ত চক্রবর্তী, ভূমিকা, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

৭০। দুর্গাচরণ রায়, দেবগণের মর্তে আগমন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫ ও ৩৭৬।

৭১। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৭২। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গ্রীসদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৭৩। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রোম রাজ্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৭৪। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, গ্রীসদেশের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৭৫। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রোম রাজ্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২।

৭৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২।

৭৭। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, নীতিসার ১ম ও ২য় ভাগ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-৫৮।

৭৮। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সুবুদ্ধি-ব্যবহার ও উপদেশমালা ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচনাসম্ভার, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০-১২০।

৭৯। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ-কাব্য, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-১৫৬।

৮০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা - ১১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৮১। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, সাংখ্যদর্শন : মূল অনুবাদ ও ভাষ্যসহ, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২ - ৩৭৩।

৮২। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, মনুসংহিতা, স. জয়ন্ত চক্রবর্তী, ১ম সঞ্চয়ন প্রকাশনী সং, কলকাতা, ২০১১।

৮৩। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৮৪। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজবিপ্লব, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচনাসম্ভার ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮।

৮৫। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বিজ্ঞান ও বিশ্ববিদ্যালয়, সোমপ্রকাশ, ১০ চৈত্র, বঙ্গাব্দ ১২৭৫, ১৯ সংখ্যা, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩০।

৮৬। বিপিনবিহারী গুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

৮৭। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬।

৮৮। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৮৯। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৯০। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

৯১। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২।

৯২। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

৯৩। শতবার্ষিকী উৎসব সংকলন, হরিনাভি ইংরাজী সংস্কৃত বিদ্যালয়, রাজপুর, ১৯৬৬, পৃ. ৩৭।

৯৪। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪।

৯৫। শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭-১১৮।

৯৬। শিবনাথ শাস্ত্রী, মেন আই হ্যাভ সিন, প্রাগুক্ত, পৃ.

৯৭। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকালের সংস্কৃত কলেজ ৪, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৭ শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ ১৬২।

৯৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকালের সংস্কৃত কলেজ ৩, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ ৮১-৮২।

৯৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সাধক চরিতমালা ৫ রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৪র্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সং, কলকাতা, বঙ্গাব্দ ১৩৮৯, পৃ. ৬।

১০০। তদেব, পৃ. ৯।

১০১। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, বিশ্বেশ্বর বিলাপ-কাব্য, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচনাসম্ভার, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯।

১০২। বিদ্যাভূষণ স্মরণে, ২৯ ভাদ্র বঙ্গাব্দ১২৯৩, ৪৩ সংখ্যা, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫৯।